দেশের নিরিখেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

মমতার জমানায় শিল্পোৎপাদনের সূচক প্রায় ৬ শতাংশ বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: রাজ্যে শিল্প হয়নি বলে বিরোধীরা যাই বলুন না কেন, অতীতের তুলনায় শিল্পোৎপাদনের সূচক অনেকটাই বেড়েছে। তা জেনারেল প্রোডাকশন বা ম্যানুফাকচারিং ক্ষেত্র যাই হোক না কেন, সব ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদনের সূচক বেড়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর ২০১১-১২ সালে ম্যানুফাকচারিংয়ের সূচক ছিল ০.৯৪ শতাংশ। সেখানে ২০১৬-১৭ সালে (এপ্রিল-জানুয়ারি পর্যন্ত) তা বেড়ে হয়েছে ৬.৬ শতাংশ। জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ২০১১-১২ সালের সূচক ছিল ২.১৪ শতাংশ। ২০১৬-১৭ সালে (এপ্রিল-জানুয়ারি পর্যন্ত) তা বেড়ে হয়েছে ৬.৯৭ শতাংশ। গোটা দেশে ২০১৫-১৬ সালে যেখানে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধি ৭.৩ শতাংশ, সেখানে রাজ্যের বৃদ্ধি হল ১০.৬ শতাংশ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তিতে প্রকাশিত বই, 'লেট'স ইউনাইট টু গ্রো টুগেদার'-এ তথ্য সহকারে শিল্পোৎপাদনের সূচকের মাধ্যমে রাজ্যের শিল্পে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে যেসব সংস্থা বিনিয়োগ করার প্রস্তাব দিয়েছে বা যারা রাজ্যে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে, তার তালিকাও তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশীয় বা আন্তর্জাতিক কোম্পানি আছে। সেই তালিকায় রয়েছে জার্মানির বিএসএফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, সাপুরজি অ্যান্ড পালোনজি, পেপসিকো ইন্ডিয়া, টাটা হিতাচি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড, ম্যাটিক্স ফার্টিলাইজারস লিমিটেড, বিএপিএল, ওসিএল সিমেন্টস, জেএসডব্লু সিমেন্টস, শ্রী সিমেন্টস, আমুল ডেয়ারি, শ্রীরাম ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আদিত্য বিড়লা গ্রুপ, এল অ্যান্ড টি, ফরিদা গ্রুপ, ফিউচার গ্রুপ, সেইল, আইটিসি, সিইএসসি (আরপিজি গ্রুপ), এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিস, বিআরজি গ্রুপ, গ্লোবাস স্পিরিট, সিপিএফ প্রাইভেট লিমিটেড, রিলায়েন্স সিমেন্ট, টিআইএল লিমিটেড, টিটাগড় ওয়াগন, কোকাকোলা প্রভৃতি সংস্থা।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পেপসিকো ইন্ডিয়া ৩৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ফুডপার্ক তৈরি করছে। ম্যাটিক্স ফার্টিলাইজার ৬৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তাদের সংস্থার প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ওসিএল সিমেন্ট ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। জেএসডব্লু সংস্থা ৭০০ কোটি টাকা দিয়ে সিমেন্ট কারখানা তৈরি করেছে। যা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে উদ্বোধন করেছেন। আমূল ডেয়ারি ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। আদিত্য বিড়লা গ্রুপ ৪৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। অন্যতম সেরা জুতোর কোম্পানি ফরিদা গ্রুপ গয়েশপুরে জুতোর কারখানা তৈরি করেছে। সেইল ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। আইটিসি চার হাজার কোটি টাকা খরচ করে ইন্টিগ্রেটেড ফুড পার্ক এবং ইনফোটেক পার্ক তৈরি করছে। কোকাকোলা ৩৭৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। হলদিয়ায় ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এক্সাইড। ইতিমধ্যে যার উদ্বোধন করেছেন মমতা।

শিল্পের প্রসারে ২০১১ সালের ৩১ মার্চ পযর্ন্ত ৪৯টি ক্লাস্টার তৈরি হয়েছিল। এ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪৩টি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর রুরাল হাট, আরবান হাট বা কর্মতীর্থ তৈরির পরিকল্পনা করেন। এ বছর ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৬টি এ ধরনের হাট তৈরি হয়েছে। বিরোধী দল যতই রাজ্যে শিল্প হয়নি বলে দাবি করুক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আমলে শিল্পের অগ্রগতি হয়েছে বলে বিভিন্ন সভায় উল্লেখ করেন। তাঁর সরকারের ছ'বছর পূর্তিতে প্রকাশিত বইয়ে তা উল্লেখ রয়েছে। শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য তাঁর আমলেই হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে জেমস জুয়েলারি পার্ক, বজবজে গার্মেন্ট পার্ক, গোয়ালতোড় ও হরিণঘাটায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সাঁকরাইলে ফুড পার্ক, কোচবিহারের চকচকায় গ্রোথ সেন্টার, ফলতায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার তৈরি হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরির জন্য জমি বরাদ্দ হয়েছে।